শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা-১ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ

**বিষয়: জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ হতে ২০২৩ সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং- ২ শাখার স্মারক নং- ১১৯, তারিখ: ২৪ জুলাই ২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ হতে ২০২৩ সময়ে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক দাখিলকৃত সিদ্ধান্তের উপর স্থানীয় সরকার বিভাগের উপজেলা-১ শাখা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের সুপারিশ/মতামত নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো:

**জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২২**

| ক্র: নং | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নের সুপারিশ/ মতামত |
|---|---|---|
| ০১ | "বদলির রূপরেখা নির্ধারণ করে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের (ড্রাইভারদের ন্যায়) ৩ (তিন) বছর অন্তর জেলা পর্যায়ে আন্তঃউপজেলা বদলির ক্ষমতা জেলা প্রশাসককে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে আন্তঃবদলীর ক্ষমতা কমিশনারের হাতে ন্যাস্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে" | জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২২ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের বদলির বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব (উপজেলা অধিশাখা) এর নেতৃত্বে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত ১৭ (সতের) টি দপ্তরের বিষয়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এসোসিয়েশন কর্তৃক মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত মামলা চলমান থাকায় উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের বদলীর বিষয়ে আপাতত: সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ নেই। |

**জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৩**

| ক্র: নং | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নের সুপারিশ/ মতামত |
|---|---|---|
| ০১ | **স্বল্পমেয়াদি:**<br>উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ক) উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন হাট-বাজার সংলগ্ন সরকারি জমিতে মার্কেট ও হোটেল-রেস্তোরা নির্মাণ করা যেতে পারে;<br>খ) দলিল রেজিস্ট্রেশন হতে প্রাপ্ত বিদ্যমান অর্থের হার ১% থেকে বৃদ্ধি করে ২% করা যেতে পারে;<br>গ) উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক ও রেস্ট হাউজ নির্মাণ করা যেতে পারে;<br>ঘ) জলমহাল থেকে প্রাপ্ত আয় একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে উপজেলা রাজস্ব তহবিলে জমা প্রদান করা যেতে পারে;<br>ঙ) ভূমি হস্তান্তরের করের ২% অর্থ উপজেলা পরিষদের তহবিলে জমা প্রদান করা যেতে পারে। |
| ০২ | **স্বল্পমেয়াদি:**<br><br>তিন পার্বত্য জেলার উপজেলাসমূহে রাজস্ব আয় না থাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে থোক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। | (ক) ২০২২ -২০২৩ অর্থবছরে অনগ্রসর উপজেলা/প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা/কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিবেচনায় মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ উপখাতে প্রাপ্ত অর্থ হতে তিন পার্বত্য জেলার ২৬ টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ৬.৫০ লক্ষ (ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। |

| | | |
|---|---|---|
| | | (খ) ২০২২ -২০২৩ অর্থবছরে উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা খাতের অনগ্রসর উপজেলা বিবেচনায় মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ উপখাত হতে তিন পার্বত্য জেলার ২৬ টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ৫২০ লক্ষ (পাঁচ কোটি বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। |
| ০৩ | **দীর্ঘমেয়াদি:**<br>দেশের সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে শেখ রাসেল শিশু পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | ক) উপজেলা পর্যায়ে খাস জমি না থাকায় শেখ রাসেল শিশু পার্ক নির্মাণে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে;<br>খ) শিশু পার্ক নির্মাণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় প্রায় ৩ থেকে ৪ একর জমি প্রয়োজন হবে;<br>গ) ভূমি অধিগ্রহণ, মাটিভরাট, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, সৌন্দর্য বর্ধণ, শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম স্থাপনসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজে প্রত্যেকটি পার্কের জন্য (এলাকা অনুযায়ী) আনুমানিক ১০ থেকে ২০ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে। |

২০.০৮.২৩

(ড. মাসুরা বেগম)
উপসচিব
ফোন: ০২২২৩৩৮২২৪৭

সহকারী সচিব
মনিটরিং- ২ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

---

ইউ ও নোট নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.০৬৩.২০১৪- ৪১৩০ তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৩